Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 18-07-2026 12:30 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ১৮ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০১ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

মহাকাশে পাড়ি দেশের প্রথম বেসরকারি রকেট বিক্রম-১-এর তৈরি হল ইতিহাস

হাসপাতালে চিকিৎসাই হচ্ছে না সোনমের, দেওয়া হচ্ছে না রিপোর্টও! উদ্বিগ্ন 'র‍্যাঞ্চো'র স্ত্রী

হরমুজে মাইন বিস্ফোরণ, সাগরেই সলিল সমাধি ২ তেলবাহী জাহাজ!

শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা জোরদার করতে শাহ-শুভেন্দু বৈঠক

নয়া জামানা ঃ দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর 'শিলিগুড়ি করিডোর' বা 'চিকেনস নেক'-এর নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। ফুলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে সীমান্ত সুরক্ষার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।শুক্রবার রাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে অমিত শাহ পৌঁছনোর পর থেকেই মেগা বৈঠক নিয়ে তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের স্পর্শকাতর গ্রাম ফুলবাড়ির জুমাগছে পৌঁছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী যৌথভাবে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। মহানন্দার উন্মুক্ত নদীপথে অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।বৈঠক থেকে রাজ্যে মোট ১০টি নতুন বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) উদ্বোধনের ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চৌকি তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারে। এর ফলে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের নজরদারি ক্ষমতা বহুগুণ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে আধুনিক ত্রিস্তরীয় ফেন্সিং বা স্মার্ট কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।কৌশলগতভাবে স্পর্শকাতর জুমাগছ থেকে রাবভিটার দূরত্ব মাত্র আড়াই কিলোমিটার। ফুলবাড়ি থেকে নারায়ণজোত পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকায় গত সাত দিন ধরে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মহানন্দা নদীর বিস্তীর্ণ অংশ এখনও কাঁটাতারবিহীন ও উন্মুক্ত থাকায়, বর্ষাকালে নদীপথে অনুপ্রবেশের ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। এই সমস্যা মেটাতে স্মার্ট ভার্চুয়াল ফেন্সিং ও থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন অমিত শাহ।প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের উত্তরাংশে তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পরিকল্পনায় চিনা ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরি কর্মীদের গতিবিধি সম্প্রতি বেড়েছে বলে খবর, যা ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র ১০-১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই প্রেক্ষাপটেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা বলয় আরও মজবুত করতে চাইছে নয়াদিল্লি।বৈঠকে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা; দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার , উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের ডাকা হয়েছিল। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজির উপস্থিতিতে জমিজট কাটিয়ে ফেন্সিংয়ের কাজ দ্রুত শেষ করার ব্লু-প্রিন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত এই করিডোরের নিরাপত্তায় কোনও আপস করা হবে না। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের পরিকাঠামো বৃদ্ধির পাল্টা হিসেবে ভারতের এই উদ্যোগ কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভাঙ্গল এবি অফিস!

নয়া জামানা ঃ পাঁচতলা নির্মাণ, পুরোটাই দুর্নীতি! শনিবারেই অভিষেকের জন্য ঘনিয়ে এল অশনি সংকেত! এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার কার্যালয়ে বুলডোজার অ্যাকশন। বৈধ প্ল্যান-নথি ছাড়াই আমতলার কার্যালয় নির্মাণের অভিযোগ। শনিবার সকালেই তাঁর কার্যালয় ঘিরে ফেলে পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনী।

রাজ্যপালের নামে 'প্রতারণা'

নয়া জামানা ঃ বাংলার রাজ্যপালের পরিচয় ভাঁড়িয়ে ফোন করে প্রতারণার অভিযোগ। কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ৯৮৩৬৫৪০১৬৩ নম্বর থেকে নিজেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, শীর্ষ সরকারি আধিকারিক এবং অন্যদের ফোন করছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি ফোনে নিজেকে রাজ্যপাল বলে দাবি করে বিভিন্ন নির্দেশ, অনুরোধ ও বার্তা দিচ্ছেন। এতে শুধু প্রতারণাই নয়, রাজ্যপালের সাংবিধানিক পদমর্যাদা ও প্রশাসনিক নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

ফের কলকাতায় মেসি!

নয়া জামানা ঃ যুবভারতীর মেসিকাণ্ড সম্ভবত সাম্প্রতিক কালে বাংলার ক্রীড়া ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারময় অধ্যায়। সেই অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতে ফের উদ্যোগী হচ্ছেন শতদ্রু দত্ত। সূত্রের খবর, মেসিকে ফের কলকাতায় আনতে মেগা পরিকল্পনা করছেন শতদ্রু। এবার আর শুধু দর্শন নয়, মেসির খেলা উপভোগ করার সুযোগও পাবেন।

আরও বিপাকে তৃণমূল!

১৬৪ কোটির হিসেব চেয়ে ব্যাঙ্কে চিঠি ইডি-র

নয়া জামানা ঃ আর্থিক লেনদেন মামলায় ক্রমশ জটিলতা বাড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। পুলিশি তদন্তের পর এই মামলার তদন্তভার নিয়েছে ইডি। অভিযোগ, দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিপুল অঙ্কের লেনদেন হলেও তার সঠিক হিসেব মিলছে না। প্রায় ১৬৪ কোটি টাকার লেনদেনের নথি না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ দাবি করেন, এই ১৬৪ কোটি টাকা 'কিছুই নয়', এবং তাঁর মতে এই অঙ্ক ১০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তবে তৃণমূলের তরফে এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বেআইনি বলে আগেই সমাজমাধ্যমে অভিযোগ জানানো হয়েছে।এর আগে কলকাতা পুলিশ তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছিল, যাতে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে বলে জানা যায়।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশে ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট আপাতত ব্যবহারের অনুমতি পায় তৃণমূল, তবে নজরদারির জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।এরই মধ্যে সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে আরও ১২টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ঋতব্রত শিবিরের এক তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রথমে তিনটি এবং পরে এই ১২টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়।সূত্রের দাবি, লেনদেন নিয়ে সন্দেহ থেকেই মামলার তদন্তভার নিয়েছে ইডি। কাটমানির টাকা-সহ আরও কিছু বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বাকি অ্যাকাউন্টগুলিতেও নজর রয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থার।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 18-07-2026 12:30 Page 2

সুন্দরীর স্তনের বার্থডে পার্টি !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আজকাল জন্মদিনের ট্রেন্ডে কত কিছুই না দেখা যায়! নিজের জন্মদিন তো বটেই, অনেকে আবার পোষা কুকুর বা বিড়ালের জন্মদিনও মহাসমারোহে পালন করেন। কিন্তু ২৯ বছর বয়সী মডেল ও অ্যাডাল্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটর জ্যাসমিন টিয়া এই ট্রেন্ডকে এমন এক চরম টুইস্ট দিয়েছেন, যা দেখে থ বনে গেছে নেটপাড়া! কোনও মানুষ বা পোষা প্রাণী নয়, তিনি প্রতি বছর ধুমধাম করে কেক কেটে পালন করেন ওঁর নিজের স্তনের জন্মদিন!শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি। প্রতি বছর ওঁর স্তন প্রতিস্থাপনের (ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট) দিনটিকে ঘিরে বিশাল পার্টির আয়োজন করা হয়,কাটা হয় স্পেশাল কেক এবং ওঁর লাখো অনুরাগী সেই উপলক্ষে ওনাকে দামি দামি উপহারও পাঠান। প্রায় ১০ লক্ষ মানুষও সমাজমাধ্যমে দেখেছেন সেই পার্টি । আসলে এর পেছনে রয়েছে এক শারীরিক পরিবর্তনের গল্প। ২০২১ সালে অতিরিক্ত ওজন কমানোর জার্নিতে ওঁর স্তনের স্বাভাবিক সাইজ প্রায় পুরোপুরি কমে যায়। নিজের আগের লুক মিস করায় ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে জ্যাসমিন একটি স্তন প্রতিস্থাপন সার্জারি করানোর সিদ্ধান্ত নেন। সার্জারির খরচ এই অস্ত্রোপচারের পেছনে তিনি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা (১৫, ০০০ পাউন্ড) খরচ করেন।সার্জারির এক বছর পূর্তিতে ২০২২ সালে তিনি মজা করেই প্রথমবার এই ব্রেস্ট অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করেছিলেন। অনলাইনে লাইভ এসে ভক্তদের সামনে কেক-ও কেটেছিলেন! কিন্তু ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে বিগত ৫ বছরে এটি ওঁর একটি বার্ষিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।ইনস্টাগ্রামে জ্যাসমিন-এর ১ মিলিয়নেরও (১০ লক্ষ) বেশি ফলোয়ার রয়েছে, যাঁরা প্রতি বছর এই অদ্ভুত জন্মদিনের পার্টির জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করেন। জ্যাসমিন ওঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তআমি আমার আগের স্তনের সাইজ খুব মিস করছিলাম, তাই ২০ লাখ খরচ করে ওগুলোকে আগের চেয়েও বেশি বাউন্সি আর আকর্ষণীয় করে তুলি। এখন দেখলে কেউ বলতেই পারবে না যে এগুলো আসল নয়! আর আমার ভক্তদের কাছেও এখন এটা একটা মেগা ইভেন্ট। এই বিশেষ জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে ওঁর ভক্তরা ওনাকে নানা ধরনের পার্সোনালাইজড গিফট, দামি জুয়েলারি এবং বিলাসবহুল অন্তর্বাস উপহার হিসেবে পাঠান! সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর ভাইরাল হতেই নেটিজেনরা স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। সমর্থকদের মতে, অনেকে একে চরম 'বডি পজিটিভিটি' এবং 'সেলফ লাভ' বা নিজেকে ভালবাসার এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে মা হওয়ার পর বা ওজন কমানোর পর যেসব মহিলারা বডি কনফিডেন্সের অভাবে ভোগেন, তাঁদের কাছে জ্যাসমিন-এর এই আত্মবিশ্বাস এক ধরণের অনুপ্রেরণা। সমালোচকদের মতে, অন্যদিকে একটা বড় অংশ, বিশেষ করে ভারতীয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা একে সস্তা 'পাবলিসিটি স্ট্যান্ট' এবং দৃষ্টি আকর্ষণের নোংরা চেষ্টা বলে দেগে দিয়েছেন। অনেকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ! এবার কি তবে পেট, স্তন, নিতম্ব সবকিছুর আলাদা আলাদা জন্মদিন পালন হবে? ডাক্তারদের মতে, সঠিক চিকিৎসকের দ্বারা সিলিকন বা স্যালাইন ইমপ্ল্যান্ট করালে সুন্দর ও ন্যাচারাল রেজাল্ট পাওয়া যায় ঠিকই, তবে এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ইনফেকশনের ঝুঁকিও থাকে। তবে সমস্ত বিতর্ককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জ্যাসমিন ওঁর এই সিদ্ধান্তে অনড়। ওঁর মতে, এই প্রতিস্থাপিত স্তন এখন ওঁর নতুন পরিচয়ের অংশ, যা ওঁকে নিজের শরীরকে আরও বেশি উপভোগ করতে শেখায়।

বিয়ের পিঁড়িতে ৯৫-এর বৃদ্ধ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বয়স কেবল মাত্র একটা সংখ্যা, এই প্রবাদটা যেন নতুন করে প্রমাণ করলেন ৯০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা এবং ৯৫ বছর বয়সী তাঁর প্রেমিক। টানা ৬৪ বছর প্রেম করার পর অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন এই দম্পতি। দীর্ঘ ছ'দশকের সম্পর্ককে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে এই বৃদ্ধা কেন এত সময় নিলেন, তা নিয়ে নেটদুনিয়ায় এখন চলছে তুমুল আলোচনা।অনেকের মনেই প্রশ্ন, কেন বিয়ের জন্য ৬৪ বছর অপেক্ষা করতে হল? এই প্রশ্নের উত্তরে ওই বৃদ্ধা যুক্তি দিয়েছেন, তা জেনে মাথা ঘুরে গিয়েছে নেটিজেনদের। তিনি সোজাসাপ্টাভাবে জানিয়েছেন, পুরুষরা খুব দ্রুত তাঁদের মন পরিবর্তন করে ফেলেন। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গী সত্যিই সারাজীবন তাঁর পাশে থাকতে পারবেন কিনা।অর্থাৎ, ৬৪ বছর ধরে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, ভরসা এবং প্রতিদিন নতুন করে একে অপরকে চিনে নেওয়ার পরেও তিনি তাড়াহুড়ো করেননি। বরং সঙ্গীর মনের স্থিরতা যাচাই করতে তিনি দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরেছেন। অবশেষে পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে তাঁরা বিয়ে করেছেন।

৯৫ বছর বয়সী ইব্রাহিম এমবোগো এবং ৯০ বছর বয়সী তাবিথা ওয়ানগুইয়ের বিয়ের গল্প এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ঘটনাটি কেনিয়ার মুকুরউইনি এলাকার। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ১৯৬০ সালে প্রথমবার একে অপরের প্রেমে পড়েন ইব্রাহিম ও তাবিথা। তারপরেই ৬৪ বছর পার, এবং অবশেষে একে-অপরকে স্বামী-স্ত্রীর স্বীকৃতি দিলেন। এর মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে ওই বৃদ্ধার বিয়ে না করার যুক্তি। পুরুষের মন কি সত্যিই চঞ্চল? এই নিয়ে জেন জি-দের মধ্যেও তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে।

পোষ্য ছাগলের ২০তম জন্মদিন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ নাড়িছেঁড়া মাণিক না হোক, এ তো প্রাণের ধন, বড় আদরের! মা-হারা অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে 'বুড়ো'কে বড় করে তুলেছেন। দেখতে দেখতে আজ ২০ বছর। তাই ধূমধাম করে জন্মদিন পালন হচ্ছে। না, এ সাধারণ মানুষের জন্মদিনের রঙিন গল্প নয়। এই বিশেষ দিনটি এক পোষ্য ছাগলের। আরামবাগের পূর্ণিমা চালকের প্রাণের 'বুড়ো'। নিজের ছেলের মতো করে চারপেয়েটিকে এত বছর ধরে বড় করেছেন তিনি। ইচ্ছে ছিল, ২০ বছরের জন্মদিন বড় করে পালন করবেন। শুক্রবার তাঁর সেই ইচ্ছে পূরণ হল। মাছ,মাংস, মিষ্টি, চকোলেট, কেক , সব পেটপুরে খেল ছাগলটি। খেলেন আশপাশের ৬০-৭০জন আমন্ত্রিতও। পূর্ণিমাদেবী ও তাঁর পরিবারের এই উদ্যোগকে ধন্য ধন্য করছেন সবাই। বলছেন, মা তো এমনই হন।আরামবাগের পূর্ণিমা চালক দিব্যাঙ্গদের একটি স্কুলে পরিচারিকার কাজ করেন। স্বামী লালচরণ ও ছেলে মিঠুনকে নিয়ে সংসার। ছিল একটি পোষ্য ছাগল। দিব্যি কাটছিল দিন। কিন্তু সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় পূর্ণিমাদেবীর ওই পোষ্যের। ২০ বছর আগের সেই দুর্দিনের কথা বলতে গিয়ে পূর্ণিমাদেবীর চোখে জল, গলা কেঁপে যাচ্ছিল। তিনি জানালেন, ''ওর মা ছিল আমার কাছে। সেদিন ওর জন্ম দিতে গিয়ে দেখলাম, দু'জনের নাড়ি জড়িয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে মা মারা গেল। তখন ও সবে হয়েছে। মৃত মায়ের দুধ খাচ্ছিল। সেটা দেখে আর আমি থাকতে পারিনি, মায়ায় জড়িয়ে পড়ি। তারপর ওকে আমার ছেলের মতো করেই বড় করেছি। ওকে পাশে নিয়ে বিছানায় ঘুমাই। আজ জন্মদিনের আয়োজনের নেপথ্যেও মস্ত কারণ আছে। পূর্ণিমাদেবী জানালেন, কয়েকদিন আগে নাকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল 'বুড়ো'। মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে পরীক্ষা করে দুঃসংবাদই শুনিয়েছিলেন চিকিৎসক। আর বেশিদিন বাঁচবে না ছাগলটি, এমনই জানানো হয়। কিন্তু পূর্ণিমাদেবীদের সবার শুশ্রূষায় ভালো হয়ে ওঠে পোষ্য। এ যেন দ্বিতীয় জন্ম! তার উদযাপনে তো একটু জাঁকজমক থাকবেই।শুক্রবার 'বুড়ো'র জন্মদিনে বাড়িতে এলাহি ভোজ। ভাত, ডাল, পাঁচরকম ভাজা, শাক, মাছ, মাংস, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি , কী নেই পাতে? আলপনা আঁকা মাটির থালা, বাটি, গ্লাসে সব সাজিয়ে দেওয়া হয় পোষ্য ছাগলটির সামনে। সে প্রিয় খাবারগুলো খায়।

শুধু সে একা নয়, আশপাশের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন আমন্ত্রিতও চেটেপুটে খাওয়াদাওয়া করেন, আশীর্বাদ করে 'বুড়ো'কে কেউ কেউ উপহারও দিয়েছেন। চকোলেট, বাটি ইত্যাদি পেয়েছে সে। পূর্ণিমাদেবীর কথায়, খুব ইচ্ছে ছিল, ওর জন্মদিন বড় করে করব। প্রতি বছর বাড়িতে পায়েস রান্না করে ওকে খাওয়াই। এবারই সবাইকে ডেকে খাওয়ালাম।

বাড়ছে কোভিড

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সম্প্রতি ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। সংক্রমণ থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে কী কী করা প্রয়োজন, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট এর ইনচার্জ ডাঃ রিমো নস্করের সঙ্গে। বাচ্চাদের অনেকে দেখতে আসেন ছোট অবস্থায়, বাইরে থেকে আসছেন এবার অনেক ক্ষেত্রেই খেয়াল থাকে না যে হাত পা ধুয়ে নেওয়ার, হাত পা না ধুয়ে বাচ্চাকে ধরতে দেওয়া যাবে না। বাচ্চার জামাকাপড়, বিছানার চাদর যা আ ব্যবহার করে সেগুলো এক-দু'দিন পরপর বদলে দিতে হরে। বাচ্চারা যেহেতু বেশি সয়েলিং করে, মানে প্রস্রাব পায়খানা বিছানাতেই, অনেক মা বাবা ভাবেন এটা তো বাচ্চার বিছানা আরো এক দুদিন যাক, এই পরিচ্ছন্নতা অবহেলা করলে ক্ষতি হতে পারে। অনেকে ভাবেন, বাইরের হাওয়া লাগলে হয়তো বাচ্চার শরীর খারাপ হবে এটা ভুল ধারণা। ঘরে আলো হাওয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢুকলে এই ধরনের সংক্রমণ কম হয়। বাড়িতে কারও জ্বর, সর্দি কাশি হলে বাচ্চার থেকে দূরে থাকতে হবে। একেবারে ছোট বাচ্চারা মাস্ক পরতে পারে না সেক্ষেত্রে বাড়ির বড়দের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।তবে কোভিড নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। চিকিৎসক রিমো বলেন, কোভিড আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই থেকে যাবে। মানে এটা এমন নয় যে কোভিড চলে গেছিল আবার নতুন করে আসছে। কোভিড কিন্তু আমাদের মধ্যেই থেকে গেছে। কারণ ওদের মিউটেশন খুব তাড়াতাড়ি হয়। সমস্ত বছরই সাবধান থাকতে হবে কোভিড যখন তুলনামূলক কম হবে বা কোনো খবর আমাদের আশেপাশে আসবে না সেই সময়ও কিন্তু এটা খেয়াল করতে হবে। কোভিড কিন্তু পুরোপুরি যায়নি। সেই কারণে আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে।চিকিৎসক বলেন, স্তন্যপান করানো সবথেকে ভাল। জন্মের প্রথম ছয় মাস স্তনদুগ্ধ খুব প্রয়োজন।

এই ছয় মাস বাচ্চাদের কোভিড হওয়ার সম্ভাননা কম। বাচ্চা বড় হলে সেই ক্ষেত্রে ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি থ্রি এগুলো যেন মানে ঠিকঠাক করে খাওয়ানো হয়।

এছাড়া সবজি ফল, এই সময় আলাদা করে ভিটামিন সি এর একটা কোর্স করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। নিজেরা যেমন খুশি দেবেন না, ডক্টরের থেকে ডোজ ওয়াইজ কারণ প্রতিটা বাচ্চার ওজন আলাদা সেই ওজন অনুযায়ী ডোজ আলাদা হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 18-07-2026 12:30 Page 3

জামুড়িয়ায় বেসরকারি কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ, আহত একাধিক, নিখোঁজ ১০-এর বেশি

সীতারাম মুখোপাধ্যায়, নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুড়িয়ার ইকরা শিল্পতালুক। শুক্রবার রাতে শিল্প তালুকের শেখপুর এলাকায় ক্যালেস্টার স্পঞ্জ আয়রন অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড কারখানার বয়লার আচমকা ব্লাস্ট বা বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় একাধিক শ্রমিক আহত হয়েছেন এবং ১০ জনের বেশি নিখোঁজ রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।কারখানার বিকট শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শেখপুর গ্রামের বাসিন্দা কাঞ্চন পাল বলেন, আওয়াজে ঘরবাড়িতেও ফাটল ধরেছে। আমরা ছুটে গিয়ে স্থানীয়দের সাহায্যে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই। এখনও অনেককে পাওয়া যাচ্ছে না, তল্লাশি চলছে।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুড়িয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। রানিগঞ্জ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন কারখানায় আসে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও কারখানা চত্বরে ভিড় জমান।ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপি নেতা দ্বীপ বন্দোপাধ্যায় কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, কারখানায় শ্রমিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই। তাই লাগাতার দুর্ঘটনা ঘটছে। এত বড় ঘটনার পরও কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না যার সাথে কথা বলা যায়। আমরা বুঝতে পারছি না ঠিক কি হয়েছে। উদ্ধারকাজ চলছে। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।পুলিশের তরফেও কিছু বলা হয়নি।

পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ শুরু, স্বস্তিতে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেল

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস সিলিন্ডারের উপর নির্ভর করেই চলত জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলগুলির রান্নার ব্যবস্থা। কিন্তু সিলিন্ডার সরবরাহে অনিয়ম, দেরি এবং চাহিদার তুলনায় কম যোগানের কারণে বারবার সমস্যায় পড়তে হতো কলেজ কর্তৃপক্ষ ও আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের। অনেক সময় নির্ধারিত সময়ে রান্না করা সম্ভব হতো না, ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও প্রভাব পড়ত।এই পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে কলেজের একাধিক হোস্টেলে এবার পাইপলাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস সরবরাহ চালু হয়েছে। এর ফলে রান্নার কাজ আরও সহজ, নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।জানা গেছে, নতুন ব্যবস্থায় গ্যাস সিলিন্ডার বদলানোর ঝামেলা যেমন কমবে, তেমনই গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে রান্না বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। রান্নাঘরে নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ বজায় থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ে খাবার প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যায়ক্রমে বাকি হোস্টেলগুলিকেও এই পাইপলাইন গ্যাস পরিষেবার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে হোস্টেলের পরিকাঠামো আরও আধুনিক হবে এবং আবাসিকদের পরিষেবার মানও উন্নত হবে।আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের একটি সমস্যার সমাধান হওয়ায় তারা স্বস্তি পেয়েছেন। নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ চালু হওয়ায় ভবিষ্যতে রান্নার কাজে আর বিঘ্ন ঘটবে না বলেই তাদের আশা।কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, আধুনিক ও নিরাপদ পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ চালু হওয়ায় হোস্টেল পরিচালনাও আরও সুষ্ঠু ও কার্যকর হবে।

প্রয়াত প্রবীণ সিপিএম নেতা বিনয় ঘোষ, দেহদানের মধ্য দিয়ে শেষ বিদায়

তনয় কুমার মিশ্র,নয়া জামানা , মালদহ ঃ মালদহ জেলার বাম রাজনীতির এক পরিচিত মুখ, প্রবীণ সিপিএম নেতা ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড বিনয় ঘোষ আর নেই। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর প্রয়াণের খবরে মোথাবাড়ি-সহ গোটা মালদহ জেলায় শোকের আবহ তৈরি হয়।ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর মালদহ জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য বিনয় ঘোষ দীর্ঘদিন কালিয়াচক,২ লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং কালিয়াচক জোনাল কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি জেলার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম মুখ হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সংগঠন গড়ে তোলা, সাধারণ মানুষের পাশে থাকা এবং আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক জীবনের জন্য তিনি সহকর্মীদের

কাছে ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।বিনয় ঘোষের আদি বাড়ি ছিল কালিয়াচকের পঞ্চানন্দপুরের সাহেবগঞ্জে। পরবর্তীকালে তিনি মোথাবাড়ির ঘোষপাড়ায় বসবাস শুরু করেন এবং জীবনের শেষ কয়েক বছর মালদা শহরে কাটান। তাঁর পরিবারে দুই কন্যা রয়েছেন।শনিবার সকালে মোথাবাড়ির ঘোষপাড়ার বাড়িতে তাঁর মরদেহে পার্টির রক্তপতাকা অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র, জেলা নেতৃত্ব নইমুদ্দিন শেখ , কৌশিক মিশ্র-সহ জেলা ও ব্লক কমিটির একাধিক নেতা। পরে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কালিয়াচক,২ পার্টি এরিয়া কমিটির কার্যালয়ে। সেখানে প্রবীণ কমরেড সুকেশ ঝা, তোফাজ্জল হোসেন, মোহাম্মদ আলী, মর্তুজা আলী, স্বপন ঘোষ, আশরাউল হক, শচীন যাদব, আবু বক্কর, বনমালী দাস, আব্দুল মজিদ-সহ অসংখ্য দলীয় কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায় জানাতে এসে অনেকেই আবেগ ধরে রাখতে পারেননি।শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় পঞ্চানন্দপুর শুকিয়া হাইস্কুলে, যেখানে তিনি শিক্ষকতা করতেন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই গাড়িকে ধাক্কা, বসতবাড়িতে ঢুকল পাথরবোঝাই ডাম্পার

নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ শনিবার পাথর বোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পর পর দুটি গাড়িকে ধাক্কা মেরে একটি বসতবাড়িতে ঢুকে পড়ে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের মুরাতিপুর এলাকায়। ডাম্পারটি বসতবাড়িতে ঢুকে পড়ার আগে প্রথমে একটি স্কুটিকে সজরে ধাক্কা মারে। স্কুটিতে দুজন আরোহী ছিলেন। তাঁরা গুরুতর আহত হন । একই সঙ্গে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি

টোটোকেও সজরে ধাক্কা মারে ডাম্পারটি। এই ঘটনায় এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। তবে ওই বাড়িতে কেউ না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে বলে স্থানীয়দের দাবি।ঘটনার পর পুলিশ স্কুটি আরোহী দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি ঘটলে ভর্তি করা হয় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছেআহতদের বাড়ি মঙ্গলকোট এলাকায়।আহত দুইজন যুবকের নাম, শেখ মইনুদ্দিন ও শেখ রিজওয়ান। পুলিশ ক্রেন দিয়ে ডাম্পারটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে থানায়।

উদ্ধার হলেন নিখোঁজ রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেন

নয়া জামানা ঃ নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে খোঁজ মিলল হাওড়ার প্রতিভাবান কিশোরী রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেনের। শনিবার ভোরে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় থানার পুলিশ। উদ্ধারের পর তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।মেয়েকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন দময়ন্তীর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন। তিনি জানান,

মেয়ে সুস্থ আছে এবং তার এই ভালো লাগার কথা প্রকাশ করেন। কেন দময়ন্তী বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল, তা নিয়ে তিনি জানান, পড়াশোনা ও অনুশীলনের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে সম্ভবত সমস্যা হচ্ছিল, বিশেষত পড়াশোনার ক্ষেত্রে।হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) তৌসিফ আলি জানান, পড়াশোনা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরেই দময়ন্তী বাড়ি ছেড়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। নিখোঁজ থাকাকালীন শ্রীরামপুরে সে কোথায় ছিল এবং তার পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে হাওড়া থানার পুলিশ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 18-07-2026 12:30 Page 4

কেঞ্জাকুড়ার কাঁসা

রাঢ়বাংলার সোনালি গল্প ও বাঙালির ঐতিহ্য

চরক সংহিতায় বলা হয়েছে, ‘কানসিয়ম বুদ্ধিবর্ধকম’, যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় কাঁসায় বুদ্ধি বাড়ে। এ কথা নেহাত মিথ্যে নয়! আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে, খাদ্যবস্তু কাঁসার সংস্পর্শে এলে জীবাণুমুক্ত হয় ও তাতে পুষ্টিগুণ বাড়ে। ফলে কাঁসার বাসনে নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ করলে, তা একাধারে হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মানসিক ও শারীরিক ধকল কমাতে সাহায্য করে। এমনকী, কাঁসার পাত্রে আট ঘণ্টার বেশি জমিয়ে রাখা জল মানবশরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন আকারের, নকশা কাটা উজ্জ্বল কাঁসার বাসন বহুকাল থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে ব্যবহার হয়ে আসছে।বিশেষজ্ঞরা বলেন, অন্ততপক্ষে খাবার রাখবার পাত্র হিসেবে ফাইবার বা প্লাস্টিকের বদলে কোনো ধাতু, বিশেষত কাঁসার ব্যবহার করতে।

রোজকার জীবনে প্লাস্টিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নানা ধরনের প্রাণঘাতী অসুখ যেমন ক্যানসার, স্ট্রোক, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসব থেকে বাঁচতে, চিকিৎসকেরা যথাসম্ভব প্লাস্টিক বর্জন ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলি গ্রহণের পরামর্শ জানান। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অন্ততপক্ষে খাবার রাখবার পাত্র হিসেবে ফাইবার বা প্লাস্টিকের বদলে কোনো ধাতু, বিশেষত কাঁসার ব্যবহার করতে। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কাঁসার তৈজসপত্রে পঞ্চব্যঞ্জন পরিবেশন রুচি ও ঐতিহ্যের পরিচয় দেয়। কাঁসা এক বিশেষ প্রকার সংকর ধাতু, যা তৈরি হয় ৭৮ শতাংশ তামা এবং ২২ শতাংশ টিন মিশিয়ে।

এই দুই ধাতুকে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশিয়ে, ৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলেই পাওয়া যায় খাঁটি কাঁসা। আর পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে উৎকৃষ্ট মানের কাঁসার সামগ্রী তৈরি হয় বাঁকুড়া জেলার কেঞ্জাকুড়া নামক একটি ছোটো গ্রামে।বাঁকুড়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে, দ্বারকেশ্বর নদের তীরে কেঞ্জাকুড়া গ্রাম। এক সময়ে এখানে ঘরে ঘরে ছিল কাঁসার বাসন তৈরির ছোটো ছোটো কারখানা, প্রায় সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি। হাজারেরও বেশি কারিগর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাঁসার সামগ্রী তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেঞ্জাকুড়ার কাঁসার বাসনের জগৎজোড়া সুনাম তৈরি হয়েছিল অল্প সময়েই। বাংলা, এমনকী ভারতের বাইরেও রপ্তানি হত বাসনগুলি। কেঞ্জাকুড়া ছাড়াও বাঁকুড়া জেলার মগরা, হেলেনা-শুশুনিয়া, গোগড়া, জিড়রা, মুরগাঁথোল, গুন্নাথ, বিক্রমপুর, পুখুরিয়া, লক্ষ্মীসাগর, লালবাজার (মলিয়ান), শ্যামনগর (মলিয়ান), চাবড়া (ওন্দা), অযোধ্যা, খাগড়া, চুয়ামসিনা ও বেশ কয়েকটি জায়গায় কাঁসাশিল্পের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।বাঁকুড়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত কেঞ্জাকুড়া গ্রাম। এক সময়ে এখানে ঘরে ঘরে ছিল কাঁসার বাসন তৈরির ছোটো ছোটো কারখানা, প্রায় সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি। কেঞ্জাকুড়ার কাঁসাশিল্পী আনন্দবাবু বলেন, কাঁসার পাত্র তৈরির কাজ রীতিমত পরিশ্রমসাধ্য। প্রথমেই চুল্লিতে কাঁচামাল (তামা এবং টিন) গলিয়ে তাকে জমাট কাঁসার বিস্কুটে পরিণত করা হয়, যার আকৃতি খানিকটা বাটি সাবানের মতো।

এই কাঁসার বিস্কুটটিকে তারপর রোলিং মেশিনে ঢুকিয়ে কাঁসার পাত তৈরি করা হয়। পাতটিকে আগুনে পুড়িয়ে, কাঠের হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মনমতো আকার দেওয়া হয়। পরিশ্রমসাধ্য হওয়ার কারণে বর্তমানে অনেক সময়েই মেশিনের ব্যবহার করা হয়। পছন্দসই আকৃতি পাওয়ার পর সেটিকে ফের আগুনে পুড়িয়ে, ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে রাখা হয়; এই পদ্ধতির নাম ‘টেম্পারিং’। তামা বা অন্য ধাতুর চাইতে কাঁসা অনেকাংশে ভঙ্গুর। তাই ‘টেম্পারিং’-এর প্রয়োজন পড়ে। এরপর আসে ‘সারফেস কাটিং’-এর পালা। পোড়ানোর ফলে কাঁসার উপরের পরতটি কালো হয়ে যায়। ‘সারফেস কাটিং’ পদ্ধতির মাধ্যমে ভিতরের চকচকে পরতটি বের করে আনা হয়।

সেটি প্রয়োজনমতো পালিশ করে, নানান ডিজাইন বা আলপনা আঁকা হয় বাসনটির উপর। নানা আকৃতির থালা এবং বাটি তৈরি করে থাকেন কেঞ্জাকুড়ার শিল্পীরা। তবে বছর দুই ধরে তাঁরা তৈরি করছেন কাঁসার ‘গুয়া শা’ । এটি এক বিশেষ ধরনের ‘ফেস ম্যাসাজার’ যা মুখমণ্ডলের বাড়তি মেদ কমাতে ও ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সাহায্য করে। আনন্দবাবুর কথায়, তবে কোনো খাঁটি ধাতুর বিভিন্ন গুণাবলী থাকে। অর্থাৎ, কেউ চাইলে সোনা অথবা রূপার গুয়া শা-ও তৈরি করতে পারেন। তবে তা ব্যয়বহুল। তুলনায় কাঁসা অনেকটাই সাশ্রয়ী। তাই আজকাল কাঁসার গুয়া শা-র চাহিদা বাড়ছে। কারিগর হিসেবে আমরা এখানেই থেমে নেই। চেষ্টা করে চলেছি যাতে আগামী দিনে কাঁসা দিয়ে আরও নানা রকমের সামগ্রী প্রস্তুত করা যায়।বর্তমানে স্বাস্থ্যসচেতনার জেরে হোক কিংবা অন্দরসজ্জার জন্য, নতুন করে কাঁসার ব্যবহার হচ্ছে। কাঁসার বাসন ওজনে ভারী, পরিষ্কার ও সংরক্ষণ যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া, অন্যান্য সমকক্ষ ধাতুর চাইতে এর মূল্যও খানিকটা বেশি। অন্যদিকে, হু হু করে বেড়ে চলেছে কাঁচামাল ও কয়লার দাম। ফলে কোভিড মহামারীর প্রায় চার বছর পার হয়ে গেলেও কেঞ্জাকুড়ার এই শিল্পটি আগের জৌলুস ফিরে পাচ্ছে না।

প্লাস্টিক বা ফাইবারের বাসন অধিক ব্যবহারের ফলে ক্যানসারের সম্ভাবনা থাকে। এ কথা জানবার পরেও মানুষ কাঁসার বাসন কেনেন না কিছুটা দামের কারণে, নয়তো রক্ষণাবেক্ষণে সময়ের অভাবে। দুই ক্ষেত্রেই আমরা নিরুপায়। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা শুধুমাত্র এটুকুই যে, সাধারণ মানুষ কাঁসা ব্যবহারের গুণাবলী সম্পর্কে জানুক। খানিক আপসোসের সঙ্গে জানান আনন্দবাবু।কেঞ্জাকুড়ায় তৈরি হওয়া উচ্চমানের কাঁসার সামগ্রী এখন পাওয়া যাচ্ছে কলকাতার বিপণি দ্য বেঙ্গল স্টোর-এ।

বিবিধ আকৃতির বাসন থেকে শুরু করে সুদৃশ্য ‘গুয়া শা’ অবধি, প্রতিটি জিনিসেই যেন লেগে রয়েছে গ্রামবাংলার কারিগরির নিখাদ নির্যাস। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।